Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-IV, published on October 2021, Page No. 1 –7
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যে রামকথার ঐতিহ্য : প্রসঙ্গ কুশান ও রামবনবাস পালা

সঙ্গীতা প্রামানিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : Sangita.pramanick89@gmail.com

Keyword
লোকসাহিত্য, উত্তরবঙ্গ, লোকনাটক, পালাগান, কুশান, বন্দনা, অভিনয়, মঞ্চ

Abstract

Discussion

লোকনাটক হল আদি যুগের সৃষ্টি। লোকসাহিত্যের ভান্ডারে এবং লোকমানসে লোকনাট্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। লোকনৃত্যগীত থেকে লোকনাট্যের জন্ম হয় অর্থাৎ কোন অঞ্চলের মানুষের সংঘবদ্ধ ভাবে নাচ, গান, সংলাপ, ধর্ম, অভিনয় প্রভৃতির মধ্যেই লোকনাট্যের জন্ম। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এই সমস্ত লোকনাট্যগুলি তাদের নিজস্ব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাদের নিজস্ব বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে প্রত্যেকটি অঞ্চলে নানা ধরনের লোকনাট্য প্রচলিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন– "কোন লোক গোষ্ঠীর সংহতিজ্ঞাপক Myth, Ritual জীবনচর্যার সকল দিক যখন তাদের অভিনয় ও সংলাপে প্রতিফলিত হয়, তখন তা লোকনাট্য হয়।"[১]

পালা, গান, খেলা প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ বা সমনামরূপে উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতিতে 'লোকনাট্য' শব্দটির প্রচলিত। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের লোকনাট্যকে প্রাচীন শব্দ 'খেলা' বলা হত। তাছাড়াও এখানে লোকনাট্য হিসেবে পালা, গান প্রভৃতি শব্দ প্রচলন হতে দেখা যায়। গ্রামীণ সব অঞ্চলে লোকনাটকগুলিকে বলা হয় 'পালা'। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে লোকনাটকের প্রচলন চোখে পড়ে। রামায়ণকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কুশান পালা, রামবনবাস পালা ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত ধামগান, মুখাখেল বা মুখোশ নাটকেও রামায়ণ আছে, কোচবিহারে আছে 'রাম বিজয়' নাটক।

রামকথাকে নিয়ে লোকনাট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

উত্তরবঙ্গের রামকথাকে নিয়ে যে যে লোকনাটক প্রচলিত রয়েছে সেগুলি হল- (ক) কুশান পালা (খ) রামবনবাস পালা

(ক) কুশান পালা :

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে রামকথাকে কেন্দ্র করে 'কুশান পালা' অভিনয় হয়। এই পালাটি মূলত ধর্মমূলক-পৌরাণিক। কুশান পালার কোন লিখিত রূপ নেই। এই পালার কাহিনী অধিক পরিশীলিত এবং ভাষাভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর ভাষা অনেকটা উন্নতমানের। পাশাপাশি এই পালাগুলির বিশেষত্ব এই যে এর ভাষা ও সুরে আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পায়। এই পালাটির মধ্যে আবার মঙ্গলকাব্যের 'বিষহরি পালা', 'বেহুলার ভাসান', 'সতী বেহুলা' এবং মহাভারতের 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তবে রামায়ণের ওপর ভিত্তি করে কুশানে 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'লব-কুশ', 'মহিরাবন বধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতার পাতাল প্রবেশ', 'দস্যু রত্নাকর' ইত্যাদি পালাগুলো যাত্রা আকারে লোক সমাজে প্রচলিত হয়ে আছে।

কুশান গান পরিবেশনের সময় যে মূল গায়েন থাকে সে হাতে 'ব্যানা' (এই ব্যানাই হচ্ছে তাদের মূল বাদ্যযন্ত্র) নেয় এবং তার অঙ্গে থাকে নামাবলী। গায়ককে সম্বোধন করা হয় 'গুরু' বলে। কুশান পালা দুটি ভাগ; যথা– (১) ব্যানা কুশান, (২) দোতরা কুশান। ব্যানা এবং দোতরা এই দুটো আলাদা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের জন্য কুশান এর দুটো ভাগ হয়। মূলত দোতরা কুশান ব্যানা কুশানেরই পরিবর্তিত রূপ। 'রামবন্দনা' দিয়ে পালা শুরু করার পূর্বে ঐকতান বাদন অর্থাৎ হত্তকির মাধ্যমে সুরের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাচাই করে নেওয়া হয়।

কুশান পালাটি মূলত একটি আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য। কখনো দুর্গাপূজার পর আবার কখনও বা বারোয়ারি পূজা-পার্বণে গ্রামের লোকজন নিজেদের আনন্দ চরিতার্থতার জন্য এই নাটকের আসর বসায়। পূর্বে রামায়ণের কাহিনী উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে প্রচলন না থাকায় এর কোনো নির্দিষ্ট মঞ্চ গড়ে ওঠেনি। লোক মুখে মুখে রামকথা প্রচলিত হওয়ার পর কুশান পালাতে রামায়ণের প্রভাব পড়ে। তবে এর কাহিনীগুলি প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিলনান্তক হয়। অতীতে এই পালাগুলির জন্য খোলা মাঠে পাল টাঙিয়ে গোলাকৃতি মঞ্চ তৈরি হতো, পরবর্তীকালে সেই মঞ্চ বর্গাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। একজন মূল বা গীদাল ছাড়াও ছোকরা বা ছুকরি এবং কুশীলবেরা মিলিয়ে একএকটি কুশান দলে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ জন সদস্য থাকে।

নিম্নে কুশান পালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো–

কুশান পালার তাল আরাই পাক (তাল- ঘ্যাঁরা ঘ্যাঁরা, ঘ্যাঁরা তুক, কাঁদোঘুঁকা পোঁহাতুক)

তারপর কাটন–

ও চ্যাংড়া রে আলন বয়সের চ্যাংড়ারে তুই মুইয়ো সোনার চাঁদ, সুট করিয়া কওছ কাথা তোক, আমার বাড়ি যান চ্যাংড়ারে।

আম মৌলায়, জাম মৌলায়, কাঁঠোলের ফেলায় মুচি, করিয়া বৈদেশিয়ার পিরিতি, গেল কুলজাতি চ্যাংড়ারে।।। (এটি তিনবার হবে)

বন্দনা

"গিদাল– বল ওহে আ-হায়, আ-হায়।
ওকি হায়রে,
পূবের রাজা বন্দিয়া গাও মুই ধর্ম নিরঞ্জন
উত্তরে কালি মাও বন্দো,
দক্ষিনে সাগর,
পশ্চিমে বন্দিয়া গাও
মুই পীর সাইয়েরো চরণ।
উয়ারো চরণ বন্দো মুই,

করিয়া সালাম।

ওকি হায়রে একে একে বন্দিয়া গাইলে মা,
নাগিবে মেলাক্ষন,
এখেবারে বন্দিয়া গাও যত দেবগন।
আসরে বন্দিয়া গাও আসরের চাইর খুঁটি,
ভক্তি করি বন্দিয়া কর মুই লক্ষ্মী-সরস্বতী।

ওকি হায়রে বন্দনারো দুই-চাইর কাথা হোইল্ ভালে ভাল,
কুশান কৃষ্টির দুই-চাইর কাথা শুন দিয়া মন।

তাল (চলন)

ও আইস রাম হে নীলাৎ রাম আইস হামার আসরে। (গড়ান, চলন)
ওকি হায়রে রামায়ণের কাথা অমৃত সমান,
যায় শুনিবে এক মনে উয়ার ভাইগ্যবান।
রাম নাম জপো ভাইরে রাম কর সার,
রাম বিনে গতি নাইয়ো এই জগৎ মাঝার।
একবার রাম নামে যত পাপ হরে,
জীবের কি সাইধ্য আছে তত পাপ করে।

গড়ান – ও আইস রাম হে নীলৎ বরণ
রাম আইস হামার আসরে রে।
ডবল – ওকি হায়রে নব নিলো তাল যন্ত্র,
কুশ নিলেক বেনা।
রাম নাম মুখোত মিয়া চলে এ অযোধ্যা বলিয়া।
অযোধ্যা যায়া দুই ভাই করে নাচো-গান,
বেনায় টান মারিয়া কুশ করে কুশান গান।"[২]

(খ) রামবনবাস গান :

'রামবনবাস গান' উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন লোক গান হিসেবে প্রচলিত। ১৯৬৮-৭০ সাল থেকে সর্বপ্রথম শিবচরণ বর্মন এবং হেমন্ত বর্মন এর উদ্যোগেই শুরু হয় এই গান। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম মনোহরপুরের বসমন পাড়ার রাজবংশী সমাজের প্রাচীন গান হিসেবে এই গান চিহ্নিত হয়ে আছে। পরবর্তীকালে দেখা যায় ধীরে ধীরে এই গান উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন– ছটপড়ুয়া, শেরপুর, ছত্রপুর সহ কয়েকটি গ্রামে 'রামবনবাস গান'- এর দল আছে। এই গানের দলের লোকেরা যেমন- মাধবপুর (কুনোর), নুরিরহাট, দখিনাল, বেকিডাঙ্গা, চালকা দিঘী, অভিনগর, জয়নগর, পিপলান, বুধোর, রারিয়া, শিসগ্রাম প্রভৃতি নানা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে আসর বসায়। এছাড়াও দক্ষিন দিনাজপুর জেলার কিছু গ্রামেও এই গানের প্রচলন দেখা রয়েছে।

সাধারনত শীতকালীন সময় অর্থাৎ কার্তিক মাস থেকে শুরু করে মাঘ ফাগুন মাস পর্যন্ত নানা উৎসব অনুষ্ঠানে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন- কালী পূজা, দুর্গাপূজা, নবান্ন, লক্ষ্মী পূজা, শিবরাত্রি ইত্যাদি পার্বণে অনুষ্ঠিত

হয় রামবনবাসের গান। বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণকেই কেন্দ্র করেই সেই রামায়ণের সাতটি কাণ্ডের মধ্যে অরণ্যকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড এই তিনটি কাণ্ডকে নির্বাচিত করে তারা 'রাম বনবাস গান' গেয়ে থাকে। 'রামবনবাস' কথাটি কে ভাঙলে দাঁড়ায় 'রাম+বনবাস'। অর্থাৎ নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে কাহিনীর সূচনা রাম-সীতা-লক্ষণের বনবাস যাওয়া থেকে শুরু হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উল্লেখিত তিনটি কাণ্ড থেকে মুখ্য মুখ্য কিছু জায়গা থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেই এই গান গাওয়া হয়। কাহিনী মূলত কিষ্কিন্ধাকাণ্ড থেকে শুরু হয় তারপর সীতাহরণ, বালিবধ, সাগরবন্ধন, লঙ্কাপ্রবেশ এবং অবশেষে রাবণবধের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের রাম বনবাস গানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে।

গায়েন বা অধিকারী এই গানের মুখ্য ভূমিকায় থাকে। এই গানের জন্মলগ্ন থেকে অধিকারীর ভূমিকায় থাকতেন মনোহরপুর গ্রামের হেমন্ত বর্মন। কিন্তু বর্তমানে মনোহরপুরের রামবনবাস গানের দল অর্থাভাবে এই গান গায় না। আবার অন্যদিকে ছট্ পড়ুয়া গ্রামবাসীরা এই গান এখনো খুব মহাসমারোহে গেয়ে চলেছে। ছটপড়ুয়া গ্রামের মূল উদ্যোক্তা গোবিন্দ বর্মন দলের অন্যান্য সদস্যদের গানের ধরন শিখিয়ে থাকে এবং দলের গায়েন বা অধিকারী হিসেবে থাকে মোহন্ত বর্মন।

'রামবনবাস গান'- এ অভিনয়কারী সকলেই চরিত্র অনুযায়ী সাজ পোশাক পরেন। পূর্বে অন্যান্য লোকগানে নারী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষেরা নারী সেজে অভিনয় করলেও এই গানের আসরে পূর্ব থেকেই সীতা বা অন্যান্য নারী চরিত্রের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে। আবার সমীক্ষা করে দেখা গেছে ছটপড়ুয়া গ্রামের 'রামবনবাস গান'- এর দলে রাম ও লক্ষণ চরিত্রেও অভিনয় করে ৮-১১ বয়সী মেয়েরা।

এই গান এক-দুই রাত্রি ধরে হয়এবং সারা রাত জেগে গাওয়া হয়। খোল, করতাল, হারমোনিয়াম, ফুলোট বাঁশি, কর্নেট বাঁশি, বড় করতাল সহযোগে সাধারণত পনের থেকে কুড়ি জন লোক মিলে এই গান গেয়ে থাকে।
লোকজনের মধ্যে মুখোশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাম বনবাস গানের কুশীলবরদের মধ্যে কয়েকজন চরিত্রানুযায়ী মুখোশ পরে অভিনয় করে। যেমন- কুম্ভকারের বড় বড় সাদা দাঁত ও বড় বড় চোখ বিশিষ্ট লাল রঙের মুখোশ থাকে, মা কালীর কালো রংয়ের মুখোশ, হনুমানের লাল রংয়ের মুখোশ, হরিণের হলুদ রংয়ের মুখোশ, গরুর পাখির দুটি ডানা ও বড় বড় ঠোঁট বিশিষ্ট হলুদ রঙের মুখোশ থাকে।

গানের আসরটির চারপাশে চারটি খুঁটি লাগিয়ে চৌকোনা আকারের হয়। যাতায়াতের জন্য একটি রাস্তা থাকে। আসরটির মাঝখানে বাজনা বাজানোর লোকজন অবস্থান করে এবং আসরটির পূর্ব দিকে একটি সিংহাসন/ব্রেঞ্চ থাকে যেখানে গিয়ে অভিনয়কারীরা বসে থাকে এবং বাদ্যযন্ত্রীরা আসরের মাঝখানে গোল করে অবস্থান নেয়। এই আসরটির উপর পলিথিন লাগানো থাকে সেইসঙ্গে আসরটির চারপাশে গোল করে দর্শকরা অবস্থান করে। এরপর সিপাহী, কালু, ভুলুয়া, ঝাড়ুদারনী এদের কথোপকথন দিয়ে পালার সূচনা হয়। এদের কথোপকথন শেষে পয়ারের বন্দনা দিয়ে রাম বনবাসের গান শুরু হয়।

নিম্নে রাম বনবাস পালারকিছুটা অংশ তুলে ধরা হলো–

"সিপাহী : হেরে কাল্লু রাজ বাড়ী মে ঝাড়ু ওরো কাহে দেরে কাল্লু।

কাল্লু : হমা নাহি পারে গে বাবু হামারা ছোটা ভাইকো পুকারে। হেরে ভেলুও... (কালুর ছোট ভাই)

ভলুয়া : বাতাহে বাবু–

হাম চলেঙ্গা একেলারে বাবু ভেলয়া
কল্লয়া দাদা নাই ঘরে মুই মরেছু যারে
দাদারে ভায়ারে না নায় মুরুরে
হামা চলেঙ্গা একেবারে বাবু ভেলুয়া
সরকারিতে কাজ করেয়া দরমা করমা কুচুলী
পায়া বাবু করলা আর ঝাড়ুদারী

হাম চলেঙ্গা একেলা বাবু ভলুয়া
নাগরী কামৈ যতশতয় ইংরাজি শিকিয়াছি
ভলুয়া করনা আর ঝাড়ুদারী।
হাম চলেঙ্গা একেলারে বাবু ভেলয়া
হামারা সাথী রেহেতাহে বাবু
বারে বারে ডাকিস কল্লরে মন হয়াছে মনহারা
তুইরে কল্লা ডাকিস এলা
আসার নব জবুনদিলরে বাহার
তুইরে কল্লা ডাকিস বারে বারে
ছিলাম আমি রাজা গৃহে মন ভুললে
কলয়া আমরো ভাইঙ্গে পেরোক বৈক্ষের ডাল
তুইরে কল্লা মরবো বাতয় কাইন্দা
বাবু ভালোবৈচারকইরাদে মরে একা নারী রহি কার ঘরে।

ঝাড়ুদারনী : ঠাকুর জৈ বাতলাও দো

সিপাহী : এই সে এসে

ঝাড়ুদারনী : বরইবাফের বেটি কম্ম করিয়াছি,নতুন সিপাহীর হাতে ঝাড়ু দিয়াছি।

সিপাহী : দাগাদিওনা দিওনা দাগা দিওনা।

(ঝাড়ু দিয়েঝাড়ুদারনী চলে গেল)

বন্দনা

গায়েন : ঘর ওহেনিলাম হইল যেন
অযোধ্যা নগর ওহে।

পয়ার : রাম জয় জয় বাজিল বাজনা ওহে
দয়া করে দিবেন প্রভু ঐ রাঙা চরণ
ওহে হায়রে হায়রে দারুন বিধি
দয়া করে দিবেন প্রভু ওই রাঙা চরণ ওহে হায়রে হায়রে
পুর্ব্বে বন্দনা করি ধর্ম্ম নৈরাজন রাম তোর
পশ্চিমে বন্দনা করি উপর পাই বড়
উত্তরে বন্দনা করি সয়ের চরণ
দক্ষিনে বন্দনা খৈরদ সগের
আকাশে বন্দনা করি আকাশের কামিনী
পাতালে বন্দনা করি পাতালের কামিনী
বন্দনা সমাপন হইলে তরা মরে
হরি বলো।

শ্রী হরি সুহায় নমঃ

এসোহে গোরা কৃপা করে এসো
এসোহে গোরা কৃপা করে এসো

হরিনাম বিনোর গোবিন্দ নাম বিনো আরে বিফলে
মানুষ জনম যায় দিনে দিনে দিন গেল মিছা
কাজে রাত্রি গেল নিন্দে আরে না ভজিনু
রাধা কৃষ্ণ চরণ নার বিন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভজিবার
তরে সংসার অহিন্দু মিচ্ছা মায়া বদ্ধ হয়ে
বৃক্ষ মমজিনু কল রূপে পুষ্প কন্যা ডাল
ভাঙ্গিয়া পরে আরে মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকীর উদরে
শ্রীনন্দ অখিয়া আইলো নন্দের মন্দিরে
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বারে
এসো গোরা কৃপা করে এসো
এসো গোরা কৃপা করে এসো।।
আইসো বাচ্ছা হনুমান পবন নন্দন ওহে দয়া করে
দিবেন বাচ্ছা ঐ রাঙ্গা চরণ ওহে।

*রাম তোর নবীন জটা ধারিরে হে
রাম তোর শিরে জটা ধারিরে
আদিকাণ্ড রামের জন্ম বিবাহ সীতার
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
দ্বিতীয়া অযোধ্যাকাণ্ড শুন সর্বজন
কৈকেয়ী বাক্যে রাম যাইবেন বন
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
অরণ্যকাণ্ডে সীতা হরিবে রাবণ
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে হবে সুগ্রীব মিলন
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
সুন্দরাকাণ্ডতে উভয় সহার
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
লঙ্কাকাণ্ডতে সাগরের বন্ধন
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
এক কাণ্ড দুই কাণ্ড, কাণ্ড হইল শেষ
উত্তরাকাণ্ডতে সীতার পাতালে প্রবেশ
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
রাম তোর নবীন জটা ধারিরে
শিরে জটাধারীরে রাম তোর পবিত্র
জটা ধারীরে।"[৩]

লক্ষনীয় পূর্বে এই পালা গুলিতে গানের প্রাধান্যতা থাকলেও কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় উক্ত পালাগুলির মধ্যে নানা উপকাহিনী উঠে এসেছে। যার ফলে কুশান এবং রাম বনবাস পালা বর্তমানে শুধু আর গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পুরাণ আশ্রিত রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে রচিত কুশান এবং রাম বনবাস পালা বছরের পর বছর ধরে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে নাট্যস্পৃহা চরিতার্থ করে আসছে। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার অর্থাৎ নাচ, গান, অভিনয়, মঞ্চ, চরিত্র এবং চরিত্রের কথোপকথন, এই সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্যই উক্ত পালা গুলিতে লক্ষ্য করা যায়। আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি রাম কথার মধ্যে দিয়ে নীতিশিক্ষারও প্রতিফলন লক্ষণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, জনজীবন, সংহত গোষ্ঠী ও বংলার লোকনাট্য, লোকশ্রুতি, সংখ্যা – ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা নং- ৫০
২. সংগ্রহঃ মোহন রায় প্রামানিক, বয়স- ৬৫, খট্টিমারী, ধূপগুড়ি, তারিখ- ১২.০৬.২০১৮
৩. সংগ্রহঃ সদানন্দ বর্মণ, বয়স- ৭২, বসমন পাড়া, পশ্চিম মনোহরপুর, রায়গঞ্জ,উত্তর দিনাজপুর, তারিখ- ১৮.১২.২০১৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. রায়, দীপক কুমার, হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৫, বাঁকুড়া– ৭২২১২২
২. ভট্টাচার্য, ডক্টর গৌরীশংকর, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬এ, বি. টি. রোড, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২২ শে শ্রাবণ, কলিকাতা– ৭০০০৫০
৩. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, প্রান্ত- উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১১, কলকাতা-০৯
৪. মিত্র, শ্রী সনৎকুমার, বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক, সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, বেহালা, দ্বিতীয় মুদ্রণ– ডিসেম্বর, ২০১৫, কলকাতা–৩৪
৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, অষ্টম সংস্করণ– জুলাই, ২০২০, কলকাতা-০৯